বিজ্ঞান বিষয়ক সভা ও বক্তৃতা সংকলন

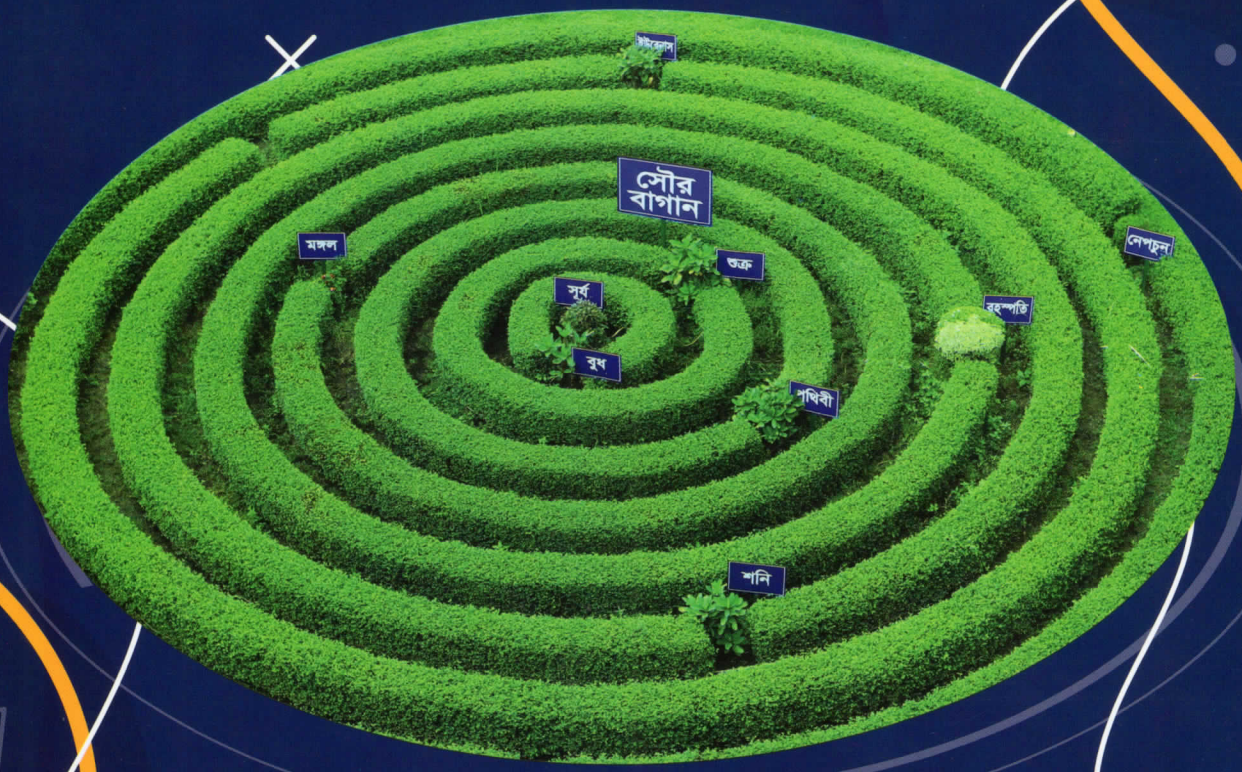

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞান বক্তৃতার সংকলন

প্রকাশকালঃ এপ্রিল ২০২২ খ্রি. (পঞ্চম সংখ্যা)

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি:

মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী

মহাপরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী:

শাফিয়া তাসনীম দ্রাঘিমা

গ্যালারি সহকারী

রবিন বসাক

আর্টিস্ট

আফরোজা খাতুন

সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম-ক্যাটালগার

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা:

রবিন বসাক

আর্টিস্ট

র‍্যাপোটিয়ার:

আব্দুর রাজ্জাক

টেলিস্কোপ অপারেটর

অঙ্গসজ্জা/মুদ্রণালয়:

লাবিবা প্রিন্ট লিংক

৬৯, ইসলাম ভবন, (৩য় তলা)

ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

মোবা: ০১৯১৩১৩৬১৭৬, ০১৮৩১৬৭৮১৮৪

ই-মেইল: labibapl2017@gmail.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা:

মহাপরিচালক

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর,

ঢাকা-১২০৭, ফোন: ০২-৫৮১৬০৬০৯

ই-মেইল: infonmst@gmail.com

Website: www.nmst.gov.bd

সূচিপত্র

বিজ্ঞান বক্তৃতার বিষয়	পৃ
পরিবেশ সুরক্ষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা	০
জীবনের জন্য নিরাপদ পানি	০
খাদ্য নিরাপত্তায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা	০
শব্দ দূষণ: স্বাস্থ্যগত প্রভাব	১
বিকিরণের ক্ষতিকারক প্রভাব: প্রেক্ষিত মোবাইল টাওয়ার	১
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা	২
বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস	২
ফাস্টফুড: ক্ষতিকর প্রভাব	৩
বায়ুশক্তি: নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস	৩
দুধই শ্রেষ্ঠ খাদ্য	৩
কোরবানিতে গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: বিজ্ঞানসম্মত প্রতিকার	৪
বাসাবাড়িতে অগ্নি দুর্ঘটনা: বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা	৪
নবায়নযোগ্য শক্তি	৪

মহাপরিচালকের বাণী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় নিবেদিত অনন্য এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি রাজধানীসহ উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইনে/অফলাইনে বিজ্ঞান বক্তৃতামালা, সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডসহ ব্যাপক কর্মসূচীর আয়োজন করে বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে কাজ করছে। সে আলোকে সম্প্রতি নির্দিষ্ট সময়ের আয়োজনে ৪০ জন শিক্ষার্থী জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এসব বিজ্ঞান বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিলো: পরিবেশ সুরক্ষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা, জীবনের জন্য নিরাপদ পানি, খাদ্য নিরাপত্তায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা, শব্দ দূষণ: স্বাস্থ্যগত প্রভাব, বিকিরণের ক্ষতিকারক প্রভাব: প্রেক্ষিত মোবাইল টাওয়ার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা, বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস, ফাস্টফুড: ক্ষতিকর প্রভাব, বায়ুশক্তি: নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, দুধই শ্রেষ্ঠ খাদ্য, কোরবানিতে গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: বিজ্ঞানসম্মত প্রতিকার, বাসাবাড়িতে অগ্নি দুর্ঘটনা: বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা; ইত্যাদি। অংশগ্রহণকারী এসব শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞান বক্তৃতার সারসংক্ষেপ এ প্রকাশনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকাশনা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে, এ প্রত্যাশা নিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী)
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা

বিষয়: পরিবেশ সুরক্ষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা

প্রতিষ্ঠানের নাম: শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

তারিখ: ০৩-০৭-২০২১, সময়: সকাল ১১:০০ টা

প্রধান অতিথি ও বিজ্ঞ বিচারক: এ. কে. এম. লুৎফুর রহমান সিদ্দীক

সিনিয়র কিউরেটর

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিশেষ পর্যবেক্ষক: জনাব মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী

মহাপরিচালক

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

সাবেকুন্নাহার মুক্তা

দশম শ্রেণি

শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

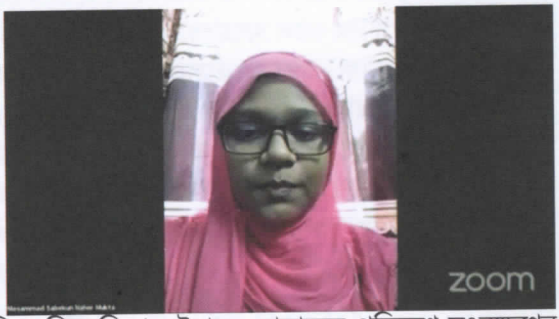

আমরা এই পৃথিবীতে বসবাস করি। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়ে আমাদের পরিবেশ। এ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করেই আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু আমাদের কিছু অসচেতনতামূলক কর্মকান্ড আমাদের বসবাসকারী পরিবেশকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে চলেছে। এমতাবস্থায় পরিবেশে টিকে থাকতে হলে আমাদের অবশ্যই পরিবেশ সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় মনোযোগী হতে হবে। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমরা এই কাজ সাবলীলভাবে করতে সক্ষম হব। কিন্তু এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা ভুল ও অযাচিত ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা পরিবেশের অনেক ক্ষতি করছি। যদি আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ করতে চাই তাহলে আমাদের সবারই উচিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কিছু বিশেষ উদ্ভাবন আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় সবুজ প্রযুক্তির কথা, যাকে আমরা পরিবেশ প্রযুক্তি বলতে পারি। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশ বাঁচানো এবং আমাদের পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। এর মধ্যে আমরা প্রথমেই বলতে পারি সম্পদের পুনর্ব্যবহারের বিষয়টি। পুনর্ব্যবহার বা রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে আমরা একটি অব্যবহারযোগ্য দ্রব্যকে পুনর্ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে পারি যা আমাদের সম্পদের অপচয় রোধ করবে, সম্পদের উপর থেকে বাড়তি চাপ কমাতে সাহায্য করবে এবং আমাদের পরিবেশের অপচনশীল এবং ক্ষতিকারক দ্রব্যাদি নির্গত হওয়া বন্ধ করবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির ফলে আমরা নতুন নতুন শক্তির উৎস খুঁজে পেয়েছি। যেমন সূর্যের আলো ব্যবহার করে আমরা তৈরি করেছি সৌরকোষ। যা আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের দারুণভাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পানির স্রোত ব্যবহার করে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করি। পশুপাখি ও জীবজন্তুর মল, ফলের খোসা, শাক সবজির খোসা এবং প্রাণীর মৃতদেহ থেকে আমরা শক্তি উৎপন্ন করতে পারছি অর্থাৎ বায়োগ্যাস থেকে আমরা শক্তি উৎপন্ন করতে পারছি। এসকল শক্তির উৎস হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তি। এ সকল উৎস থেকে আমরা প্রযুক্তির মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন করে ব্যবহারপূর্বক আমাদের সম্পদ এর চাহিদা যেমন মেটাতে পারছি, সেভাবেই আমরা আমাদের পরিবেশকে সংরক্ষণ করতে পারছি। অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে আমাদের পরিবেশে কার্বন মনোক্সাইড এবং অন্যান্য যে সকল ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গত হচ্ছে তা অনেকাংশেই কমে যাচ্ছে এ নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস ব্যবহারের ফলে। কেননা এগুলো কাজে লাগালে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয়না। এভাবে আমরা বলতে পারি যে পরিবেশ সংরক্ষণে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আমাদের নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছে এবং আশা করি ভবিষ্যতেও আমাদের এভাবে সাহায্য করে যাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা অভূতপূর্ণ উদ্ভাবন ইনশাআল্লাহ। আমাদের সকলেরই উচিত পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতন হওয়া এবং অন্যকেও সচেতন করা। পরিশেষে আমরা যদি চাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে অনেক মানুষকে বড় আকারে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারি। আমরা এই প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে পরিবেশ সংরক্ষিত হবে এবং আমাদের অস্তিত্বকে পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখতে বাসযোগ্য অবস্থায় পরিবেশকে সংরক্ষণ করতে পারি।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার অনন্য কেন্দ্র

ভ্রাম্যমাণ মিউজিয়াম বাস, ৪ডি মুভিবাস ও টেলিস্কোপ প্রদর্শনীর জন্য
নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন-

https://www.facebook.com/nmstbdpg/

০১৭২২-১২৬২৩১, ০১৯৮৬-২৫৪৯৯১
০১৩০৯-৩১৩০৬১

www.nmst.gov.bd